সংবাদ

তারিখ ... 21 JAN 2018
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪

কে হচ্ছেন কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের ৩১তম চেয়ারম্যান : অধ্যাপকদের দৌড়-ঝাঁপ

জাহিদুর রহমান, কুমিল্লা

দেশের প্রাচীনতম কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডে চেয়ারম্যানের শূন্য পদে নিয়োগ পেতে দৌড়-ঝাঁপ চালিয়ে যাচ্ছেন সম্ভাব্য পদপ্রত্যাশীরা। কে হচ্ছেন এ বোর্ডের ৩১তম চেয়ারম্যান- এ নিয়ে সকল মহলে চলছে গুঞ্জন। বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ এ পদে বসতে সিনিয়র অধ্যাপকদের পাশাপাশি সদ্য পদোন্নতি পাওয়া অধ্যাপকরাও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নানামুখী তদবির শুরু করেছেন। অনেকেই নিজ এলাকার মন্ত্রী, এমপি ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের দিয়ে তদবির করাচ্ছেন। তবে সবাইকে ছাপিয়ে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. আবদুস সালাম এবং কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর জামাল নাছেরের নাম বেশি শোনা যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ ও প্রফেসররা এ পদে বসতে দৌড়-ঝাঁপ চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্ভাব্য এসব পদপ্রত্যাশীদের মধ্যে সিনিয়রদের টপকিয়ে পদ বাগিয়ে নিতে মরিয়া হয়ে ওঠেছেন সদ্য পদোন্নতি পাওয়া অধ্যাপকরাও। গুরুত্বপূর্ণ এ পদে সিনিয়র অধ্যাপক নিয়োগে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন নগরীর শিক্ষা সচেতন মহল।

জানা গেছে, দেশের প্রাচীনতম এ শিক্ষাবোর্ডের ৩০তম চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন প্রফেসর মো. আবদুল খালেক। গত ২৮ ডিসেম্বর তিনি বোর্ডের সচিব প্রফেসর মো. আবদুস সালামের কাছে দায়িত্বভার হস্তান্তর করে অবসরে যান। এরপর থেকে বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ এ পদটি শূন্য থাকায় বোর্ডসহ ৬টি জেলার বিভিন্ন কলেজ, স্কুলসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে চলছে চেয়ারম্যান পদ নিয়ে গুঞ্জন। এরই মাঝে পদপ্রত্যাশীরা নিজ এলাকার মন্ত্রী ও এমপিদের ডিউ লেটার নিয়ে এ পদটি বাগিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জোর লবিং চালিয়ে যাচ্ছেন। এ পদপ্রত্যাশীদের মধ্যে রয়েছেন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. আবদুস সালাম। তিনি ২০১২ সালে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। গত সাড়ে ৩ বছর ধরে তিনি এ বোর্ডের সচিব পদে এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এদিকে কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. রুহুল আমিন ভূঁইয়া এবং বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর জামাল নাছেরের নামও শোনা যাচ্ছে। এদের মধ্যে রুহুল আমিন ভূঁইয়া ২০১৬ সালে এবং জামাল নাছের ২০১৭ সালে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। এদের সকলেই পদ বাগিয়ে নিতে বিভিন্ন মন্ত্রী ও এমপির ডিউ লেটার নিয়ে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে নিয়মানুযায়ী বোর্ড চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের জন্য প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন প্রয়োজন হয়। এরপরই শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওই পদে সংশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে। শিক্ষা ক্যাডারের সদস্যদের মধ্য থেকে চাকরির জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে চেয়ারম্যান নিয়োগের কথা থাকলেও বিগত দিনে রাজনৈতিক বিবেচনা, প্রভাব, মন্ত্রণালয়সহ সরকারের প্রভাবশালীদের পছন্দই প্রাধান্য পেয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এ পদটি সিনিয়র অধ্যাপকদের টপকিয়ে বাগিয়ে নিতে মরিয়া হয়ে ওঠেছেন সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত অধ্যাপকরা।